প্রাক্-কথন

বস্তুতপক্ষে আমি যখন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের স্নাতকোত্তরের ছাত্র ছিলাম, সেই সময় 'বনফুলের শ্রেষ্ঠগল্প' পাঠ করে আমার বনফুলের ছোটগল্প সম্পর্কে আগ্রহ ও কৌতূহল জাগে। পরবর্তীতে অন্যান্য গল্পকারদের গল্প পড়ে ভালো লাগলেও বনফুলের ছোটগল্পের আবেদন আমার মনকে বেশি টেনেছে। সেই ভালোলাগার জায়গা থেকেই 'বনফুলের ছোটগল্প' রচনার প্রচেষ্টা। বনফুলের ছোটগল্প সম্পর্কে বিক্ষিপ্তভাবে নানা আলোচনা হয়েছে কিন্তু বনফুলের ছোটগল্পের বিভিন্ন দিক সমন্বিত একটি অন্তর্গূঢ় পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বা গবেষণা এ যাবৎ হয়নি। এবিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা গ্রন্থ রচনা আমাকে প্রতিনিয়ত উদ্বোধিত করেছে। যার প্রচেষ্টাজাত ফল এই গবেষণাগ্রন্থ। এই গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যে বনফুলের আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট আলোচনা করে তাঁর গল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য, শ্রেণীবিভাগ, ভাষা শৈলী, শিল্প সার্থকতা বিচার করে একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হয়েছে। বনফুলের ছোটগল্প নিয়ে ভাবনার এখনও যে অবকাশ নেই তা নয়, বরং উল্টোটাই। আমি আমার নিজের সাধ্যমতো ভাবনাকে প্রকাশ করতে গিয়ে সামান্য ভেবেছি মাত্র।

এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে প্রতিনিয়ত উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন আমার তত্ত্বাবধায়ক ড. নিখিল চন্দ্র রায় মহাশয়। তাঁর আনুকূল্য, সস্নেহ উপদেশ, আলাপ-আলোচনা আমাকে প্রতিমুহূর্তে সমৃদ্ধ করেছে এবং এইগ্রন্থকে পরিপুষ্টি দিয়েছে। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি।

এছাড়া আমার বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকরাও আমাকে প্রতিমুহূর্তে একাজে উৎসাহ যুগিয়েছেন। তাঁদের আমার প্রণাম জানাই।

আর যাঁদের আশীর্বাদ ছাড়া আমি এক পা'ও এগোতে পারতাম না এবং পারবও না তাঁরা হলেন আমার পিতা শ্রী শিবপ্রসাদ চৌধুরী এবং মাতা শ্রীমতি প্রমিলা চৌধুরী আর আমার ঈশ্বর। গুরুজনদের আশীর্বাদই আমার পাথেয়।

নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও আমার একাজে প্রতিমুহূর্তে মনপ্রেরণা ও উৎসাহের সঙ্গী হয়েছে আমার সহধর্মিণী ঝর্ণা চৌধুরী (সিং)। সে-ই আমার লেখার প্রথম পাঠিকা এবং গুণগ্রাহীও বটে।

আমার এগ্রন্থ রচনায় রায়গঞ্জ কলেজ (ইউনিভার্সিটি কলেজ)-এর 'সেন্ট্রাল লাইব্রেরী'-র গ্রন্থাগারিক ও কর্মীবৃন্দ, কলকাতা 'জাতীয় গ্রন্থাগার'-এর গ্রন্থাগারিক ও কর্মীবৃন্দ, 'লিটিল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণাকেন্দ্র'-এর কর্ণধার ও কর্মীবৃন্দ, 'রায়গঞ্জ মহকুমা গ্রন্থাগার'-এর গ্রন্থাগারিক ও কর্মীবৃন্দ, কর্ণজোড়া 'রাষ্ট্রীয় জেলা গ্রন্থাগার'-এর গ্রন্থাগারিক ও কর্মীবৃন্দ, হেমতাবাদের 'গৌড় গ্রামীণ স্মৃতি পাঠাগার'-এর গ্রন্থাগারিক ও কর্মীবৃন্দ, 'উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার'-এর গ্রন্থাগারিক ও কর্মীবৃন্দ আমাকে বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা পাঠে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার লেখা টাইপ করে দিয়ে আমাকে সর্বোতভাবে সাহায্য করেছেন 'সান কম্পিউটার'-এর শ্রী দেবাশিষ চন্দ এবং শ্রী অশোক গোস্বামী। আর বই বাঁধাইয়ের কাজ অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে সম্পন্ন করে আমাকে চিন্তামুক্ত করেছেন লক্ষ্মী প্রিন্টিং প্রেস-এর কর্ণধার শ্রী পবিত্র কুমার তরফদার মহাশয়। এঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

ইতি
সুবল কান্তি চৌধুরী
৪/২/২০১১

বাড়ইবাড়ি
হেমতাবাদ
উ! দি: